সামাজিক নিরাপত্তা খাতের বাজেট পর্যালোচনা

উন্নয়ন সমন্বয় কর্তৃক 'ডিজিটাল বাজেট ইনফরমেশন হেল্পডেস্ক' এবং
'আমাদের সংসদ' প্লাটফর্মের জন্য প্রণীত

উন্নয়ন সমন্বয়

জুন, ২০২২

ভূমিকা

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অন্তর্ভূক্তিমূলক করার জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সরকারের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। একমাত্র এই খাতের উপকারভোগী সরাসরি সমাজের অসহায় এবং নিম্নশ্রেণীর মানুষ। কোভিড-১৯ সংকট কাটিয়ে মানুষের জীবন, জীবিকাকে এগিয়ে নিতে চলতি বাজেটে স্বাস্থ্য, বিনিয়োগ, উৎপাদন, কর্মসংস্থান, মানবসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন ও সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সরকার ২০২৩-২৪ অর্থবছরের মধ্যে দারিদ্রের হার ১২.৩ ও ৪.৫ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে যা ২০১৮-১৯ সালে ছিল ২০.৫ ও ১০.৫ শতাংশ। করোনার কারণে সেই লক্ষ্য অর্জনকে কিছুটা বাধাগ্রস্ত করলেও শক্তিশালী অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ আবার আগের ধারায় ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছে। অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য দারিদ্র্য ও বৈষম্য হ্রাসে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর পরিধি প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি করা হচ্ছে। তবে আসন্ন অর্থবছর ২০২২-২৩ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তার বরাদ্দ এবং পরিধি আশানুরূপ বাড়ানো না হলেও আশা করা যায় তা পরিস্থিতি বিবেচনায় আরো বাড়ানো হবে।

মানুষের সহায়তায়

- ✓ ইতোমধ্যে ২৯ শতাংশ পরিবারকে সামাজিক সুরক্ষা কর্মর্সূচির আওতায় আনা হয়েছে।
- ✓ ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মাসিক ভাতা ৭৫০ থেকে বাড়িয়ে ৮৫০ টাকা কার হয়েছে এবং উপকারভোগী সাড়ে ৩ লাখের মত বাড়ানো হয়েছে।
- ✓ গ্রামীণ এলাকার দরিদ্র গর্ভবতী মায়ের জন্য বিদ্যমান মাতৃত্বকালীর ভাতা এবং শহর অঞ্চলের কম আয়ের 'কর্মজীবী মায়েদের জন্য ল্যাকটেটিং ভাতা' এ কর্মসূচি দুটিকে সমন্বিত করে 'মা ও শিশু কর্মসূচি নামে বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। এছাড়া প্রায় ২ লাখ ৯ হাজার নতুন উপকারভোগীর এখানে যুক্ত হয়েছে।
- ✓ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে দেশব্যাপী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বল্পমূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য বিতরণে 'ফ্যামিলি কার্ড' কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। এর আওতায় এক কোটি পরিবারের তালিকা চূড়ান্ত করা হয়েছে।
- ✓ ২০২২-২৩ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে মোট ১ লক্ষ ১৩ হাজার ৫৭৬ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে যা বাজেটের ১৬.৭৫ শতাংশ এবং জিডিপির ২.৫৫ শতাংশ। বাজেট এবং জিডিপির অংশ হিসেবে চলমান অর্থবছরের চেয়ে আসন্ন অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে বরাদ্দ কম হলেও বাজেট যেযহতু প্রতিবছর ই বাড়ছে তাই বরাদ্দের দিক থেকে এটি চলমান অর্থবছরের থেকে আকারে প্রায় ৭ লাখ বেশি ।

বিভিন্ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ

সামাজিক সুরক্ষা খাতে বিভিন্ন উপখাত যেমন, ভাতা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও রোগ নিয়ন্ত্রণ, নারী ক্ষমতায়ন, সরাসরি কর্মসংস্থান এবং সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের পেনশন ও এর অন্তর্ভূক্ত। চলমান ২০২১-২০২২ অর্থবছরের মতই আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ ২৮,০৩৭ কোটি টাকা দেয়া হয় সরকারি কর্মকর্তাদের **পেনশনে**। এই বরাদ্দ চলমান অর্থবছরের চেয়ে ৫০২৭ কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছে।

চিত্র ১: সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির বিষয়ভিত্তিক বন্টন

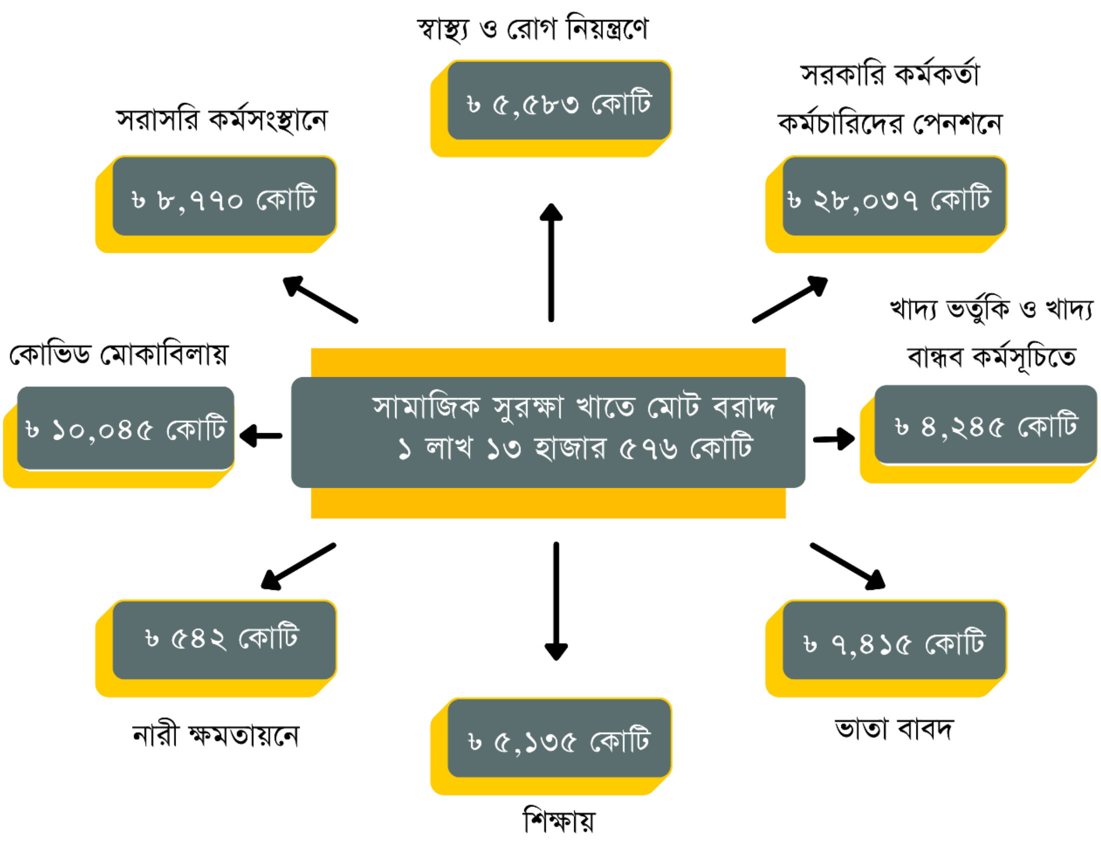
স্বাস্থ্য ও রোগ নিয়ন্ত্রণে
৳ ৫,৫৮৩ কোটি
সরাসরি কর্মসংস্থানে
৳ ৮,৭৭০ কোটি
সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারিদের পেনশনে
৳ ২৮,০৩৭ কোটি
কোভিড মোকাবিলায়
৳ ১০,০৪৫ কোটি
সামাজিক সুরক্ষা খাতে মোট বরাদ্দ ১ লাখ ১৩ হাজার ৫৭৬ কোটি
খাদ্য ভর্তুকি ও খাদ্য বান্ধব কর্মসূচিতে
৳ ৪,২৪৫ কোটি
৳ ৫৪২ কোটি
নারী ক্ষমতায়নে
৳ ৫,১৩৫ কোটি
শিক্ষায়
৳ ৭,৪১৫ কোটি
ভাতা বাবদ

কোভিড মোকাবিলায় আসন্ন অর্থবছরে ৫০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ্ রাখা হয়েছে। করোনা মোকাবেলায় সুদ ভর্তুকি সহায়তা ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানের জন্যে এবং তৈরী পোশাক ও ফুটওয়ার শিল্পের শ্রমিকদের জন্যে আরো ৫০৪৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

স্বাস্থ্য এবং রোগ নিয়ন্ত্রণে চলমান অর্থবছর থেকে বরাদ্দ প্রায় ১০০ কোটি বেড়েছে আসন্ন অর্থবছরে। এর মধ্যে গ্রামীণ এলাকার দরিদ্র গর্ভবতী মায়ের জন্য বিদ্যমান মাতৃত্বকালীর ভাতা এবং শহর অঞ্চলের কম আয়ের 'কর্মজীবী মায়েদের জন্য ল্যাকটেটিং ভাতা' এ কর্মসূচি দুটিকে সমন্বিত করে 'মা ও শিশু কর্মসূচি নামে বাস্তবায়ন শুরু করা হয়েছে। এখানে কর্মজীবী মায়েদের জন্য যে ল্যাকটেটিং ভাতা তা মূলত **শহরের দরিদ্র** মানুষের জন্য।

সরাসরি কর্মসংস্থানের মধ্যে ফুড ফর ওয়ার্ক, ফুড ফর মানি, এমপ্লইমেন্ট জেনারেশন প্রোগ্রাম ফর দ্য আল্ট্রা প্যুওর (ইজিপিপি), ভিক্ষুকদের জন্য পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান, দরিদ্রতমদের জন্য ইনকাম সাপোর্ট কর্মসূচি, গ্রামীণ কর্মসংস্থান ও রাস্তা মেরামত কর্মসূচিসমূহ রয়েছে। এর মধ্যে চলমান অর্থবছরের চেয়ে আসন্ন অর্থবছরে ইজিপিপির বরাদ্দ কমেছে প্রায় ৯৫ কোটি তবে ফুড ফর ওয়ার্ক এর বরাদ্দ কিছুটা বেড়েছে।

'আর্থিকভাবে অসচ্ছল অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য **ভাতা**'- এই কর্মসূচিতে প্রায় ৬০০ কোটি বাড়ানোর কারণে মোট ভাতার পরিমাণ বেড়েছে যদিও বয়স্ক ভাতা; বিধবা, পরিত্যাক্ত, নিগৃহীত মহিলাদের জন্য ভাতা; তৃতীয় লিঙ্গ, বেদে এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য **ভাতা** বাড়ানো হয়নি অপরিবর্তিতই আছে। **শিক্ষা** উপখাতের বাজেটে অল্প কিছু বাড়ানো হয়েছে আসন্ন অর্থবছরে।

নারী ক্ষমতায়নে চলমান ২০২১-২২ (সংশোধিত) অর্থবছরে 'উপজেলা পর্যায়ে নারীদের আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ' নামে থেকে নতুন একটা কর্মসূচির জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যার বরাদ্দ আসন্ন অর্থবছরেও রয়েছে। কিন্তু নারী ক্ষমতায়নে বরাদ্দ সর্বোপরি কমেছে। খাদ্য নিরাপত্তার কর্মসূচি 'খাদ্য ভর্তুকি' তে ১০০ কোটির ও বেশি বাড়ালেও 'খাদ্য বান্ধব কর্মসূচি' তে কমানো হয়েছে ২৭৩ কোটি টাকা।

এছাড়া **নগরের দরিদ্রদের** জন্য সামাজিক সুরক্ষা খাতে আওতা বাড়ানো উচিত। নগর দরিদ্রদের জন্য কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে 'ওপেন মার্কেট সেলস', 'আরবান রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম', পথশিশুদের পুনর্বাসন কর্মসূচি ও সিডিসি এবং 'সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নকর্মীদের জন্য কলোনি নির্মাণ' প্রকল্প। এর মধ্যে 'ওপেন মার্কেট সেলস' এ আসন্ন অর্থবছরে বরাদ্দ কমেছে প্রায় ২০০ কোটিরও বেশি এবং 'আরবান রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম' এ কমেছে প্রায় ৬২ কোটি টাকা। এছাড়া চলমান অর্থবছরে 'শহরে বসবাসরত প্রান্তিক নারীদের উন্নয়ন' নামে একটা কর্মসূচি ছিল যেটা আসন্ন অর্থবছরে অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি।

সামাজিক সুরক্ষা খাতে মন্ত্রণালয় ভিত্তিক বরাদ্দের পরিমাণ

সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিসমূহে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে বরাদ্দ দেয়া হয়। মন্ত্রণালয় গুলো হলো- সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, অর্থবিভাগ, দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্যবিভাগ এবং অন্যান্য। অন্যান্য মন্ত্রণালয় গুলোর মধ্যে রয়েছে- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ,স্বাস্থ্যশিক্ষা এবং পরিবার কল্যাণ বিভাগ, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং পাবর্ত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়। সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের অবসর ভাতা অর্থবিভাগের অন্তর্ভুক্ত করায় এ বিভাগের বরাদ্দ (৫১,৯৭১ কোটি) সবচেয়ে বেশি। অন্যদিকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ কম (৯,১৫৩ কোটি) হলেও সবচেয়ে বেশি (২৫টি) কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এই মন্ত্রণালয়ে।

চিত্র ২: সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির মন্ত্রনালয় ও বিভাগভিত্তিক বরাদ্দ

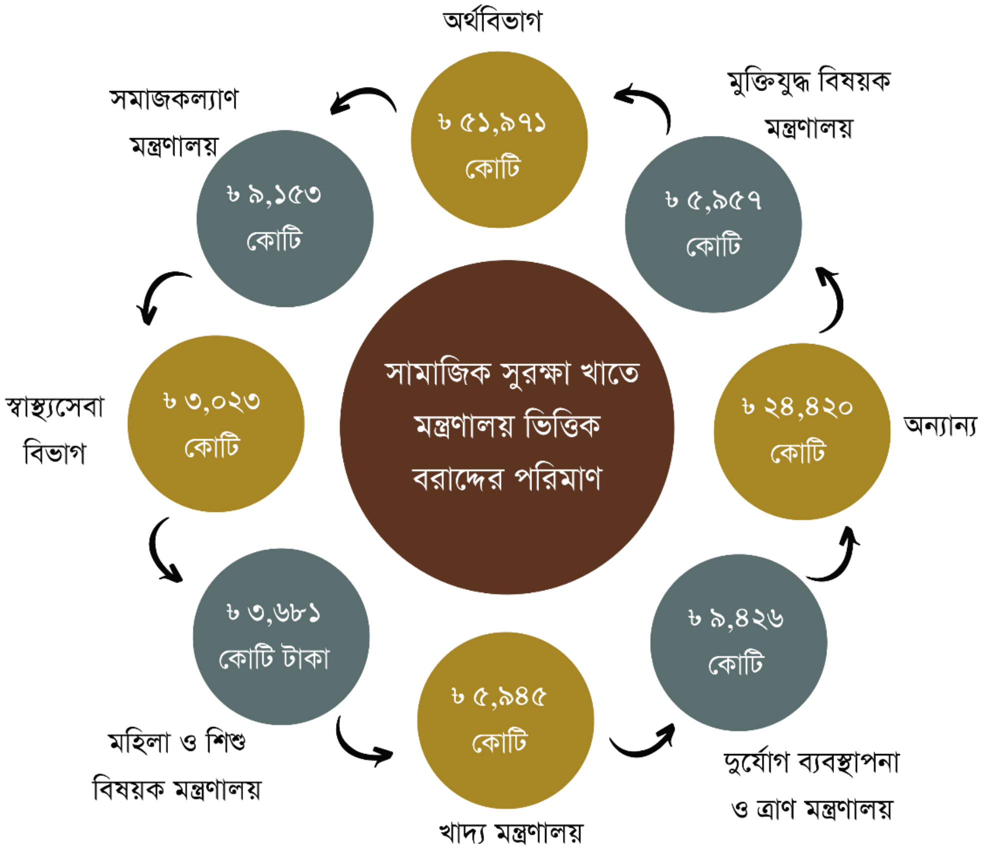
অর্থবিভাগ
৳ ৫১,৯৭১ কোটি
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৳ ৫,৯৫৭ কোটি
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
৳ ৯,১৫৩ কোটি
সামাজিক সুরক্ষা খাতে মন্ত্রণালয় ভিত্তিক বরাদ্দের পরিমাণ
স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ
৳ ৩,০২৩ কোটি
৳ ২৪,৪২০ কোটি
অন্যান্য
৳ ৩,৬৮১ কোটি টাকা
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৳ ৯,৪২৬ কোটি
৳ ৫,৯৪৫ কোটি
খাদ্য মন্ত্রণালয়
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

দারিদ্র্য নিরসন এবং নারীর উন্নয়নের ওপর মধ্যমেয়াদী কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

দারিদ্র নিরসন ও নারী উন্নয়নে ২০২২-২৩ অর্থবছরে বরাদ্দ রয়েছে এবং মধ্যমেয়াদে তা বাড়ানো গেলে সামাজিক সুরক্ষা খাতে এব সুফল পাওয়া যাবে। সরকার মধ্যমেয়াদে দারিদ্র্য নিরসন, নারী উন্নয়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনে বরাদ্দ গড়ে ৫ শতাংশের মত বাড়াবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। সেখানে খাতভিত্তিক/কর্মসূচিভিত্তিক অগ্রাধিকারও রয়েছে যার ভিত্তিতে সমস্যাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা যায় এবং নিম্ন আয় শ্রেণীর দরিদ্র মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটানো যায়। সংশ্লিষ্ট মধ্যমেয়াদী কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং অগ্রাধিকার খাত/কর্মসূচিসমূহ নিচে একটি টেবিল এর মাধ্যমে দেখানো হলো:

চিত্র ৩: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় সামাজিক সুরক্ষা খাতে মধ্যমমেয়াদী অগ্রাধিকার

সংশ্লিষ্ট মধ্যমেয়াদী কৌশলগত উদ্দেশ্য	অগ্রাধিকার ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ
সমস্যাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক সুরক্ষা	১ম সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার সামাজিক সুরক্ষা: সামাজিক সুরক্ষার কর্মসূচিসমূহের মধ্যে রয়েছে- বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি এবং হিজড়া, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে নগদ অর্থ প্রদান।
আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে সাম্যতা বিধান	২য় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার সেবামূলক সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম: দেশব্যাপী গ্রাম ও শহর এলাকার দরিদ্র কর্মক্ষম ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ঋণ প্রদান করে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলে সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণ।
সমস্যাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক সুরক্ষা	৩য় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার সরকারি ব্যবস্থাপনায় সুবিধাবঞ্চিত শিশু সুরক্ষা: সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাদের আবাসন, খাদ্য, পরিধেয়, শিক্ষা, চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
সমস্যাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক সুরক্ষা ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে সাম্যতা বিধান	৪র্থ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও সেবা প্রদান: প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিশেষ চাহিদার ওপর লক্ষ্য রেখে আবাসন সুবিধা প্রদান, বিশেষ ব্যবস্থাপনায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সহায়ক উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে তাদের দক্ষ জনশক্তি হিসেবে মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণ।

এছাড়া **প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১**-এর দারিদ্র ও বৈষম্য সংশ্লিষ্ট লক্ষমাত্রা রয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যমাত্রাগুলো হল-

- ২০৩১ অর্থবছর এর মধ্যে চরম দারিদ্র্যের অবসান (৩% এর কম) এবং সাধারণ দারিদ্র্যের নিরসন করা
- ২০৪১ অর্থবছর নাগাদ চরম দারিদ্র্য ১% এর নিচে নিয়ে আসা এবং দারিদ্র্য ৫% (২.৫৯%) এর নিচে নিয়ে আসা।

আয় বৈষম্যকে কমিয়ে আনতে আয় বন্টনের শীর্ষে থাকা ১০ শতাংশ মানুষের শেয়ার এনে তলদেশের ৪০ শতাংশ মানুষের কাছে তা ভাগ করে দিতে হবে। আর এটা বাস্তবায়ন করতে গেলে সামাজিক সুরক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়াতে হবে এবং জনমানুষের কাছে তা পৌছে দিতে হবে। তবেই ২০৪১ সালের মধ্যে আয় বৈষম্য কমিয়ে আনার যে লক্ষ্যমাত্রা তা পূরণ হবে।

উপসংহার

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (এনএসএসএস) এর মূল লক্ষ্য ছিল সামাজিক সুরক্ষার ওপর সরকারি ব্যয়ের দারিদ্র্য প্রভাব শক্তিশালী করা এবং মধ্যম আয়ের অর্থনীতির সামাজিক সুরক্ষা সমস্যাসমূহ মোকাবিলার মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা আধুনিকায়ন করা। কোভিড-১৯ এর কারণে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি ও অর্থায়ন শক্তিশালীকরণের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। দারিদ্র্য ও ঝুঁকির ওপর কোভিড-১৯ প্রভাব মোকাবিলা করার উপায় হিসেবে এবং দারিদ্র্য হ্রাসের প্রবৃদ্ধির স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি করতে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এটিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। দ্রব্যমূল্যের এই উর্ধ্বগতির বাজারে আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে সামাজিক সুরক্ষায় একটা বড় অংশের বরাদ্দ জনগণ আশা করেছিল। জনগণের প্রত্যাশা অনুসারে বরাদ্দ না হলেও আশা করা যায় যে পরিস্থিতির ভিত্তিতে পরবর্তীতে এই বরাদ্দ বাড়িয়ে নিম্ন আয় শ্রেনীর মানুষকে সুরক্ষা প্রদান করবে।

উন্নয়ন সমন্বয় কর্তৃক পরিচালিত ‘ডিজিটাল বাজেট ইনফরমেশন হেল্পডেস্ক’ এবং ‘আমাদের সংসদ’ প্লাটফর্মের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। বাজেট নিয়ে যেসব সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কাজ করে অথবা বাজেট নিয়ে যাদের সামান্যতম আগ্রহ আছে তাদের সবার জন্য আমাদের এ প্রকাশনা। এই উদ্যোগে আর্থিকভাবে সহায়তা করেছে ‘উন্নয়ন সমন্বয়’।

উন্নয়ন সমন্বয়